দৈনিক সংবাদ

APR. 01 2002

একদিন পরই ছাত্রলীগের সম্মেলন

নেতৃত্বে আসতে তীব্র প্রতিযোগিতা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ প্রধান বিরোধীদল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কাউন্সিল। সাড়ে তিন বছর পরের এ কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব বাছাই নিয়ে দল এবং সংগঠনের সকল পর্যায়ে তোলপাড় চলছে। নেতা-কর্মীদের চাওয়া-পাওয়া, নেতৃত্বে আসার জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা, এবং সময়কে সামনে রেখে সংগঠনের দিকে তাকিয়ে নেতৃত্ব নির্বাচন এসবই সামাল দিতে হচ্ছে নীতিনির্ধারকদের।

এজন্য সরাসরি নেতৃত্ব মনোনয়ন, নাকি কাউন্সিলারদের ভোটে নেতৃত্ব নির্বাচন— এ দুটি বিষয় নিয়ে চুলচেড়া হিসাব-নিকাশ চলছে। আগামী ৩রা এপ্রিল অনুষ্ঠেয় সম্মেলনে এসব প্রশ্নের জবাব মিলবে।

আওয়ামী লীগ এবং ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এক বছরের জন্য ১০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন এবং অনূর্ধ্ব-২৭ বছরের ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে নেতৃত্ব নির্বাচনের কোন অবস্থা সংগঠনের মধ্যে নেই। সাংগঠনিক জটিলতা, সময়মতো সম্মেলন এবং কাউন্সিল না হওয়াসহ বিভিন্ন কারণে নেতৃত্ব বাছাই করতে হচ্ছে বর্তমান নেতাদের মধ্য থেকেই। যাদের কারো বয়সই নির্ধারিত সীমার মধ্যে নেই। ছাত্রত্ব প্রশ্নে অবশ্য কিছুটা মাত্রা পেয়েছে। আগ্রহী নেতারা ছাত্র পরিচয় বজায় রেখেছে বিশেষ শ্রেণী বা বিভাগে ভর্তি হয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ওই নেতাদের অনেকেই জন্য কৃতজ্ঞ।

তবে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচন নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেছেন। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ শীর্ষ নেতারা এ কমিটিতে রয়েছেন। 'ওকে কমিশন' হিসেবে এই কমিটি পরিচিত। এছাড়া সম্মেলনের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য

ছাত্রলীগ ঃ সম্মেলন
(১২ পৃষ্ঠার পর)

একটি প্রস্তুতি কমিটিও গঠন করা হয়েছে শেখ হাসিনারই নির্দেশে।

'ওকে কমিশন'-এর শীর্ষস্থানীয় এক নেতা জানান, নতুন কমিটি গঠনের জন্য ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রে সংশোধনী আনা হচ্ছে। ১০১ সদস্যের পরিবর্তে এবার ২০১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠনের চিন্তা-ভাবনা রয়েছে। লুট করে ১০০ জন সদস্য বাড়ানোর যৌক্তিকতা সম্পর্কে ওই নেতা বলেন, সংগঠন বিস্তৃত হয়েছে, নেতা-কর্মী ও সমর্থক বেড়েছে, তাছাড়া দেশের জনসংখ্যাও বেড়েছে; এজন্য কমিটির সদস্য সংখ্যাও বাড়ানো হচ্ছে। এছাড়া নেতা-কর্মীদের মূল্যায়নের জন্যও পদসংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে।

ভোটের মাধ্যমে শীর্ষ নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে, প্রতিটি সাংগঠনিক জেলা থেকে ২৫ জন করে কাউন্সিলর এই গোপন ব্যালটে ভোট দেবে। ৮১টি সাংগঠনিক জেলার কাউন্সিলর এবং কেন্দ্রীয় কাউন্সিলর মিলে এবার মোট ২২৩০ জন কাউন্সিলরকে ভোট দিতে হবে।

এছাড়া সূত্র জানায়, উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়াও অনেকে কাউন্সিলরদের ভোটে নেতৃত্ব নির্বাচনের বিরোধিতা করছে। যারা বিভিন্ন প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতার স্নেহানুকূল্যে থেকে অথবা এলাকা কোটায় নেতৃত্বে আসার চেষ্টা করছিল তারা এই প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করছে।

সূত্রমতে, আগামী ৩রা এপ্রিল সম্মেলনের দিন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মহানগর উত্তর এবং দক্ষিণ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ শাখার কমিটিও ঘোষণা করা হতে পারে।

ছাত্রলীগের নেতৃত্বে আসার জন্য যারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের মধ্যে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক এ তিনটি পদের দিকেই নজর সকলের বেশি। এ পদের দিকে তাকিয়ে আছেন লিয়াকত সিকদার, আশরাফুল আজিম রুবন, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, নজরুল ইসলাম বাবু, সাইফুজ্জামান শিখর, মিহির কান্তি ঘোষাল, আবদুল ওয়াদুদ খোকন, মারুফা আখতার পপি, প্রশান্ত ভূষণ বড়ুয়া, বলরাম পোদ্দার, শাহ মোস্তফা আলমগীর, সাইফুদ্দিন নাসির, বিপুব সরকার, আনিসুর রহমান, আনিসুর রহমান সরকার লিটু, ফরহাদ হোসেন সংগ্রাম, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, খলিলুর রহমান জাকির হোসেন মারুফ, আমিনুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন ভুঁইয়া, নাজমুল আহসান অনিক, ওয়াহিদুর রহমান টিপু, মিরাজ হোসেন, এ কে এম আজিম, মেহেদী জামিল, জিল্লুর রহমান জুয়েল, মাহফুজুর রহমান প্রমুখ।

সূত্রমতে, উল্লিখিত নেতাদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতৃত্ব বাছাই করা হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গঠনের ক্ষেত্রেও উল্লিখিত নেতাদের নাম বিবেচনায় থাকতে পারে। এ কমিটির সভাপতি সাধারণ সম্পাদক পদের দিকে তাকিয়ে আছে। উল্লিখিত নেতারা ছাড়াও দেলোয়ার হোসেন, চৌধুরী সাইফুন্নবী সাগর, হেমায়েত উদ্দিন হিমু, জয়নাল আবেদিন জয়, মৃধা শাহজাহান ইসলাম কচি, আবদুল আলীম, পংকজ সাহা, আলমগীর হাসান, ইলিয়াস উদ্দিন, আহসান কবির টুটুল, অপর্ণা পাল, জলি, দেবাশীষ, রিপন, মানিক প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, ছাত্রলীগের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৯৮ সালের ২২শে অক্টোবর। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী এক বছরের জন্য গঠিত হলেও বর্তমান কমিটির বয়স প্রায় সাড়ে ৩ বছর।

এদিকে ছাত্রলীগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আগামীকাল মঙ্গলবারের মধ্যে প্রতি জেলা থেকে ২৫ জন কাউন্সিলরের নাম কেন্দ্রীয় দফতরে পাঠানোর জন্য সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর